আমলা ইউপি চেয়ারম্যান সাবান জোয়ার্দ্দার আর নেই

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি একলিমুর রেজা সাবান জোয়ার্দ্দার (৬৪) মারা গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

রোববার (১১ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

মৃত্যুকালে তিনি আমলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এর আগে তিনি আমলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

একলিমুর রেজা সাবান জোয়ার্দ্দার আমলা ইউনিয়নের অঞ্জনগাছী গ্রামের ছ-আনি পাড়ার মৃত হাজী তুরাপ জোয়ার্দ্দারের ছেলে।

কুষ্টিয়ায় লালনের আখড়াবাড়ির দানবাক্সে মিলল সাড়ে ৬ লাখ টাকা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়ায় বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের আখড়াবাড়ির দানবাক্স থেকে ৬ লাখ ৪৯ হাজার ৩৪৮ টাকা পাওয়া গেছে।

শনিবার (১০ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আখড়াবাড়ির মাজারের ভেতরে ও বারান্দায় থাকা দুটি সিন্দুক খুলে এ টাকা পাওয়া যায়।

কুমারখালীর সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাভিদ সারওয়ার জানান, সাধারণত বছরে দুইবার লালন আখড়াবাড়ির দানবাক্স খোলা হয়। প্রথমবার অক্টোবর মাসে এবং দ্বিতীয়বার লালন তিরোধান দিবসের পর দানবাক্স

খোলা হয়। এখন থেকে গণমাধ্যমকর্মীদের উপস্থিতিতে দানবাক্স খোলা হবে।

তিনি আরও জানান, গতবারের তুলনায় এবার দানবাক্সে বেশি টাকা পাওয়া গেছে। টাকা গণনা শেষে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তা বুঝে নেওয়া হয়েছে। রোববার এসব টাকা লালন অ্যাকাডেমির তহবিলে জমা দেওয়া হবে।

এর আগে, গত বছরের অক্টোবরে দানবাক্স খুলে ৪ লাখ ৯২ হাজার ২৬৪ টাকা পাওয়া যায়। পরে লালন স্মরণোৎসবের পর দানবাক্স খুলে পাওয়া যায় ৯ লাখ ২২ হাজার ২৪২ টাকা।

দানবাক্স খোলার সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও লালন স্মরণোৎসবের অর্থ উপকমিটির আহ্বায়ক জাকির হোসেন, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান রিফাত, কুমারখালীর সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাভিদ সারওয়ারসহ প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও লালন অ্যাকাডেমির সদস্যরা।

দৌলতপুরে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি আহত, পাল্টা গুলি বিজিবির

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে এক বাংলাদেশি কৃষক আহত হওয়ার পর পাল্টা গুলি চালিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ ঘটনায় উত্তেজনার মধ্যে এক ভারতীয় নাগরিককে কুপিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে। অপর এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছেন স্থানীয়রা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সীমান্তে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী।

শনিবার (১০ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে দৌলতপুর উপজেলার জামালপুর সীমান্তে এসব ঘটনা ঘটে। আহত কৃষকের নাম সাহাজুল (৪০)। তিনি ওই এলাকার সাবাজের ছেলে।

বিজিবি জানায়, জামালপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্তের বিপরীতে ভারতের অভ্যন্তরে আনুমানিক ৩০০ গজ দূরে নিজের জমিতে ঘাস কাটছিলেন সাহাজুল। এ সময় ভারতের ১৪৬ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের নার্সারি ক্যাম্পের একটি টহলদল তাকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড ছররা গুলি ছোড়ে। এতে কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন তিনি।

এ ঘটনার পর সীমান্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, একপর্যায়ে কয়েকজন বাংলাদেশি কৃষক ভারতীয় নাগরিক বিদ্বান বিশ্বাসকে কুপিয়ে আহত করেন। একই সময় কাজল ঘোষ (৩০) নামে আরেক ভারতীয় নাগরিককে আটক করে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেন স্থানীয়রা।

বিদ্বান বিশ্বাস ভারতের নদীয়া জেলার দীপেন বিশ্বাসের ছেলে। অন্যদিকে, কাজল ঘোষ ভূপেন ঘোষের ছেলে। তার বাড়ি নদীয়া জেলার রায়ডাঙ্গা এলাকায়।

ঘটনার পর সীমান্তের সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিজিবি ও বিএসএফের পক্ষ থেকে লাল পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। বিএসএফ সদস্যরা সীমান্তে অবস্থান নিয়েছেন। সীমান্তের নিরাপত্তা জোরদার করতে বিজিবির পক্ষ থেকে বাংকার নির্মাণের কাজও চলছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি বলেন, সীমান্তে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং দেশের সার্বভৌমত্ব ও সীমান্তবর্তী মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিজিবি সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। সীমান্তে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সবাইকে অননুমোদিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার বিষয়েও সচেতন করা হচ্ছে

কুষ্টিয়ায় মন্দিরে ঢুকে তিনটি

প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগ

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে গভীর রাতে একটি মন্দিরে ঢুকে অন্তত তিনটি প্রতিমা ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) গভীর রাতে কুমারখালী পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মাঠপাড়া এলাকার খয়েরচড়া সার্বজনীন মাতৃমন্দিরে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা শুক্রবার (৯ অক্টোবর) সকালে মন্দিরে গিয়ে প্রতিমা ভাঙচুরের বিষয়টি দেখতে পেলে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে কুমারখালী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে কাজ করছে পুলিশ।

কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জামাল উদ্দিন জানান, রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। এ ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত তা শনাক্তের চেষ্টা চলছে। তদন্ত করে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব গঠনে নিয়মিত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই

দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব গঠনে নিয়মিত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য ও জামায়াতে ইসলামীর কুষ্টিয়া জেলা নায়েবে আমির আলহাজ আব্দুল গফুর।

শুক্রবার (৯ অক্টোবর) সকালে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে মোল্লাতেঘরিয়া এলাকার আব্দুল ওয়াহেদ অডিটোরিয়ামে দিনব্যাপী কর্মী শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব

কথা বলেন।

আব্দুল গফুর এমপি বলেন, “যেকোনো সংগঠনের মূল চালিকাশক্তি হলো তৃণমূলের কর্মীবাহিনী। সততা, আদর্শ ও নৈতিকতার চর্চা নিশ্চিত করে সাধারণ মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ানোই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব গঠনে নিয়মিত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।”

তিনি সংগঠনের শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, “দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে আমাদের কাজ করতে হবে। দ্বীনের দাওয়াত প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে।”

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের সাবেক আমির হাফেজ রফিক উদ্দিন আহমাদ। এ ছাড়া বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের বাইতুলমাল সেক্রেটারি সোহরাব উদ্দিন ও জামায়াত নেতা মাহবুব মাজহার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির হাজী ইউনুস আলী, সহকারী সেক্রেটারি আফরোজ আলম লাবু ও হাফেজ ফয়সাল উদ্দিন, সংগঠন ও পরিকল্পনা সেক্রেটারি শামসুজ্জামান জুয়েল, যুব বিভাগের সভাপতি হাফেজ সেলিম রেজা, ওলামা বিভাগের সভাপতি হাফেজ ওসমান গনি, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উপজেলা সভাপতি আজমুল ইসলাম এবং উপজেলা প্রচার সম্পাদক সামছুল হক রুবেলসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ডা. রায়হান আলী।

দিনব্যাপী এ কর্মী শিক্ষা বৈঠকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়ন থেকে বিপুলসংখ্যক কর্মী অংশ নেন।

নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারীকে আমার ছোট ভাই মেরেছে, জোর গলায় বলছি

‘নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে আপনারা কিছুদিন আগে দেখেছেন কুষ্টিয়ায় এসে উত্তমমধ্যম খেয়ে চলে গেছে। উত্তমমধ্যম দিয়েছে, আমি জোর গলায় বলতে পারি, আমারই এক ছোট ভাই ছিল।’

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়ায় লালন মাজার প্রাঙ্গণে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার বিষয়ে এভাবেই মন্তব্য করেছেন কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব খন্দকার তসলিম উদ্দিন নিশাত।

বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা সরকারি কলেজ আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

হামলার বিষয়ে খন্দকার তসলিম উদ্দিন নিশাত বলেন, ‘সে বেয়াদপ, তাকে মারার প্রয়োজন ছিল, তাকে মারছে। তাকে জনসাধারণও মারছে, সেখানকার দোকানদারও মারছে তার মুখের ভাষার কারণে।’

এনসিপির নেতাদের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়েও কড়া মন্তব্য করেন ছাত্রদলের এই নেতা।

তিনি বলেন, ‘এরা জীবনে কোনোদিন বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোনো উজ্জ্বল নক্ষত্র হতে পারবে না। এরা বাংলাদেশের রাজনীতির একটি কীটপতঙ্গ হিসেবে ইতিহাসে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।’

নিশাতের এমন বক্তব্যের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়ায় লালন মাজার প্রাঙ্গণে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার পর হামলার কারণ ও জড়িতদের নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা- সমালোচনা চলছে।

এদিকে আমলা সরকারি কলেজে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহিদ

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জীবনী এবং ‘আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কী ও কর্মক্ষেত্রে এর ভূমিকা’ শীর্ষক কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আমলা কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মো. আলম চাঁদের সভাপতিত্বে এবং ইস্তিয়ার আহমেদ রাফির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোহা. আব্দুল লতিফ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রশিদুজ্জামান, আমলা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. মামুনুর রশীদ সিদ্দিকী এবং মো. নাহিদুল ইসলাম সোহান।

পরে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ এবং কলেজ প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

কুষ্টিয়া সীমান্তে ২৩ লাখ টাকার ভারতীয় মাদক-চোরাই মাল উদ্ধার

কুষ্টিয়া সীমান্তে বিজিবির পৃথক অভিযানে ২৩ লাখ টাকার ভারতীয় মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানি মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে। বিজিবি জানায়, সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার (৭ অক্টোবর) রাত ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে কাজিপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার কাজিপুর সর্দারপাড়া নামক স্থানে বিজিবির একটি দল অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় মালিকবিহীন অবস্থায় ৪৮ পিস ইয়াবা ও একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করে।

একই দিন আনুমানিক সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটের দিকে জামালপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মাঠপাড়া নামক স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ৫

বোতল মদ ও ১০০০ পিস সিপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

পরবর্তীতে বুধবার দিবাগত রাত ২টার দিকে জামালপুর বিওপির পাকুড়িয়া নামক স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ৫৭ বোতল স্কাফ সিরাপ এবং বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) ভোর সাড়ে চারটার দিকে চল্লিশপাড়া বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার খবির নামক ব্যক্তির জমির নিকট অভিযান পরিচালনা করে ৯৫০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট, ১৬৫ টি চকলেট বাজি ও ২৩৫ প্যাকেট বিড়ি উদ্ধার করা হয়। এছাড়াও একই দিন ভোরে কাজিপুর বিওপির রিফুজিপাড়া মাঠ নামক স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ১৯ বোতল মদ ও ৫ হাজার পিস সিপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত মালামালের সর্বমোট আনুমানিক সিজার মূল্য ২৩ লাখ ৫৫ হাজার ২৫০ টাকা।

বিজিবি পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সীমান্ত এলাকায় মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি সীমান্ত নজরদারি ও গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার রয়েছে।

সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান প্রতিরোধে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সর্বদা জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে আসছে। সীমান্ত সুরক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধে এ ধরনের অভিযান ও কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

কুষ্টিয়ায় ডিবি পুলিশের বিরুদ্ধে নির্দোষকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ

কুষ্টিয়ায় ডিবি (গোয়েন্দা) পুলিশের বিরুদ্ধে নিরপরাধ দুই যুবককে অস্ত্র দিয়ে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। আটক দুই যুবককে নিঃশর্ত মুক্তি এবং এই ঘটনার পেছনের মূল

ষড়যন্ত্রকারীদের আইনের আওতায় আনার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী পরিবার।

বুধবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টার দিকে কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের এমএ রাজ্জাক মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন গ্রেফতারকৃত মো. আব্দুল্লাহর স্ত্রী মিথিলা খাতুন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি জানান, গত ৬ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) কুমারখালী উপজেলার শালঘর মধুয়া গ্রামের আরিফুল ইসলাম আরিফ (২৮) এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানার দুর্বাচারা গ্রামের রাহান আলীর ছেলে মো. আব্দুল্লাহকে (২৮) আটক করে ডিবি পুলিশ। পরবর্তীতে তাদের নামে ২ টি পিস্তল ও ১৮ রাউন্ড গুলি উদ্ধারের মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়, যা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, ডিবি পুলিশের এসআই রকিব উদ্দিন জনি যখন আরিফ ও আব্দুল্লাহকে আটক করেন, তখন তাদের কাছে কোনো প্রকার অস্ত্র ছিল না। আটকের সময় উপস্থিত জনসাধারণের বাধার মুখে পুলিশ কোনো অস্ত্র দেখাতে পারেনি, যার ভিডিও ফুটেজও সংরক্ষিত আছে বলে জানান তারা।

সংবাদ সম্মেলনে মিথিলা খাতুন অভিযোগ করে বলেন, দুর্বাচারা গ্রামের শীর্ষ চরমপন্থী দূর্বৃত্ব জাহাঙ্গীর কবির লিটন এবং দরবেশপুর গ্রামের ছোট চোর টাইগার মামুনের সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের শত্রুতা চলছে। এই লিটন ও টাইগার মামুনের ইন্ধনেই ডিবি পুলিশ দিয়ে তাদের স্বামীদের বাজার থেকে তুলে নিয়ে অস্ত্র মামলায় চালান দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, লিপটন ও টাইগার মামুন বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলেও র্যাবের সাবেক প্রধান ও সাবেক জেনারেলের দাপট দেখিয়ে এলাকায় চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। তারা মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করতো এবং টাকা না দিলে অস্ত্র মামলায় ফাঁসিয়ে দিতো। বর্তমানেও এই চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা জামিনে আত্মগোপনে থেকে প্রশাসনকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে এবং বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলন থেকে ডিবি পুলিশের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং নির্দোষ আরিফ ও আব্দুল্লাহর অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানান স্বজনেরা।

একই সাথে অপরাধী সন্ত্রাসীদের দ্রুত গ্রেফতার ও সহায়তাকারী পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান তারা।

সংবাদ সম্মেলনে আরিফ ও আব্দুল্লাহ’র পরিবারের সদস্যসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগন উপস্থিত ছিলেন।

আবরার ফাহাদ হত্যার ৭ বছর: চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষায় পরিবার

=বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরৃার ফাহাদ হত্যার ৭ বছর আজ। এ হত্যা মামলায় বিচারিক আদালতে ২০ আসামির মৃত্যুদণ্ড ও পাঁচজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় হয়। হাইকোর্টও সেই সাজা বহাল রাখেন। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারিক প্রক্রিয়া এখনো শেষ হয়নি। আপিল বিভাগে আসামিদের আবেদন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে মামলাটি।

এদিকে গত সাত বছর ধরে বিচার পাওয়ার অপেক্ষায় থাকা আবরার ফাহাদের পরিবার বলছে, একের পর এক আদালতের রায় এলেও তাদের অপেক্ষা শেষ হচ্ছে না। রায় কার্যকরের অগ্রগতি নিয়ে তারা এখন হতাশ।

আবরার ফাহাদের ছোট ভাই আবরার ফাইয়াজ জানান, তার ভাইয়ের হত্যাকাণ্ড শুধু একটি পরিবারকে নয়, দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতাকেও নাড়া দিয়েছিল। তার দাবি, আবরার হত্যার পর মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল, পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তনে তার প্রভাব ছিল।

ফ্যাসিবাদ বিদায়ের সূত্রপাত হয়েছিল আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যাদের কারণে আজ পরিবর্তন এসেছে, সেই হত্যার বিচারই এখনো শেষ হয়নি।

ফাইয়াজ বলেন, ‘২০২৫ সালের মার্চে হাইকোর্টের রায়ের পরও তারা অপেক্ষা করছেন। বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করলেও তাদের বলা হয়, মামলা সিরিয়াল অনুযায়ী এগোয়।’

‘সিরিয়াল এগিয়ে আনা যায়। কিন্তু তারা সিরিয়াল এগিয়ে আনতেও

দ্বিধাবোধ করে। আমরা যেখানে যেখানে যোগাযোগ করার দরকার, করেছি। এখন অপেক্ষা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই’, বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ‘রায় কার্যকর করতে বাধা কোথায়, সেটা আমাদের পরিবারের জানা নেই। এখন মনে হচ্ছে এগুলো অবহেলা ছাড়া আর কিছুই না।’

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কুষ্টিয়া জেলা কমিটির সদস্যসচিব সুলতান মাহমুদ তালহা বলেন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা হয় আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। সেই ফ্যাসিবাদ দূর হয়েছে। নতুন সরকার এসেছে। তাদের উচিত আবরার ফাহাদের হত্যায় জড়িত আসামিদের রায় দ্রুত কার্যকর করা। আর এই দাবি শুধু আমার নয়, দেশের প্রতিটি মানুষের দাবি।

আবরারের বাবা মো. বরকত উল্লাহর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবরার হত্যা মামলাটির গুরুত্বও কমে গেছে।

‘আবরার ফাহাদের আসামিদের রায় কার্যকর শুধু আমার পরিবারের চাওয়া নয়, এটা সারা বাংলাদেশের মানুষের চাওয়া। তারপরও রায় কার্যকর হচ্ছে না। এতে শুধু আমি নই, দেশের সবাই হতাশ’, বলেন তিনি।

এ সময় তিনি সরকারের কাছে বিচারকার্য দ্রুত শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, ২০১৯ সালের ৫ অক্টোবর ভারতের সঙ্গে পানি বণ্টনসহ বিভিন্ন বিষয়ে অন্যায্য চুক্তি নিয়ে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন আবরার। পরদিন রাতে বুয়েটের শেরেবাংলা হলের একটি কক্ষে তাকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও মারধর করা হয়। ৬ অক্টোবর দিবাগত রাতে নির্যাতনের একপর্যায়ে তার মৃত্যু হয়। পরদিন হলের সিঁড়ি থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

আবরার ছিলেন বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী। হত্যাকাণ্ডের পর দেশজুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।

বুয়েটসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতি, আবাসিক হলে নির্যাতন এবং ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের প্রভাব নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন ওঠে।

পরে আবরারের বাবা বাদী হয়ে চকবাজার থানায় হত্যামামলা করেন। তদন্ত

শেষে পুলিশ ২০১৯ সালের ১৩ নভেম্বর বুয়েটের ২৫ শিক্ষার্থীকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়।

দুই বছরের বেশি সময় পর বিচার শেষে ২০২১ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকার আদালত ২০ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন।

এরপর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের ডেথ রেফারেন্স ও আসামিদের আপিলের ওপর হাইকোর্টে শুনানি হয়। ২০২৫ সালের ১৬ মার্চ হাইকোর্টও ওই রায় বহাল রাখেন।কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি মামলা। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে কয়েকজন আসামি আপিল বিভাগে আবেদন করেন। ফলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আগে চূড়ান্ত বিচারিক প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার অপেক্ষা রয়েছে। সেই সঙ্গে আবরারের পরিবারও অপেক্ষায় রয়েছে কবে তারা চূড়ান্ত রায় ও সাজা কার্যকর দেখতে পারবে।

এদিকে আবরার ফাহাদ এর স্মরণে কুষ্টিয়া কয়া ইউনিয়নের রায়ডাঙ্গায় আবরার ফাহাদ এর গ্রামে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফীলের আয়োজন করা হয়েছে।

কুষ্টিয়াবাসীরও দাবী আবরার ফাহাদ এর রায়ের কার্যকর যেন দ্রুত সম্পন্ন হয়।

টিউমার সন্দেহে জানা গেল ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা শিশু, নানা পলাতক

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে হত্যার হুমকি দিয়ে ১৪ বছর বয়সী এক শিশুকে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে সৎ নানার বিরুদ্ধে।

সম্প্রতি শিশুটি পেটে ব্যথা অনুভব করলে স্বজনরা যে হাসপাতালে নিয়ে পরীক্ষা করান। পরীক্ষায় প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, শিশুটি সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

বিষয়টি জানাজানি হলে মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) অভিযুক্তকে (৫৫) আটকে

পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা। তবে পুলিশ পৌঁছানোর আগেই কৌশলে পালিয়ে যান তিনি।

রাত ৮টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামাল উদ্দিন।

পুলিশ ও স্বজনরা জানান, প্রায় এক যুগ আগে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে শিশুটির মা মারা যান। পরে তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করলে শিশুটির সৎমা তাকে সৎ নানার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে একা পেয়ে ফাঁকা বাড়িতে হত্যার হুমকি দিয়ে প্রায় এক বছর ধরে শিশুটিকে ধর্ষণ করে আসছেন সৎ নানা রইচ উদ্দিন।

সম্প্রতি শিশুটি পেটে ব্যথা অনুভব করলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয় তার টিউমার হয়েছে। পরে স্থানীয় এক চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানান, শিশুটি প্রায় সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

জানতে চাইলে শিশুটির নানি বলেন, ‘হত্যার হুমকি দিয়ে নাতনিকে প্রায় একবছর ধরে ধর্ষণ করেছে লম্পট। পেটের ব্যথার কথা শুনে বাড়ির পাশের চাউনি (গাইনি বিশেষজ্ঞ) দেখালাম। তিনি বললেন, বর্তমানে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। পরে লোকজন আসামিকে ধরে এনে পুলিশকে খবর দিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ আসার আগেই পালিয়ে যায়।’

ওসি জামাল উদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় থানায় ধর্ষণ মামলা প্রক্রিয়াধীন। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা যাবে।